আজকের কাগজ

তারিখ 14 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পদ্ধতি — কোচিং সেন্টার ও ছাত্রদের ৬ কোটি টাকা নিয়ে টালবাহানা

মুস্তাফিজ শফি ঃ সকল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করে দিয়ে নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তির নতুন পদ্ধতি, কোচিং সেন্টার ব্যবসা ও শুধু ঢাকায় তাদের কাছে পাওনা ছাত্রদের ৬ কোটি টাকা-এসব বিষয় নিয়ে বিতর্ক এখন জমে ওঠেছে। নতুন পদ্ধতির বিরুদ্ধে এবং কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে দু'দিকেই আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে।

রাজধানীর গ্রীণরোড, ফার্মগেটের বড় বড় কোচিং সেন্টারগুলো গতকাল সাধারণ ছাত্রছাত্রিদের হামলার শিকার হয়েছে। ইতিমধ্যে যারা বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্যে কোচিং ফি জমা দিয়েছিলো তা ফেরতদানের দাবিতেই সাধারণ ছাত্রছাত্রিরা গতকাল দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত বারবার এ হামলা পরিচালনা করে। নতুন ভর্তি পদ্ধতির কারণে এখন আর কোন পরীক্ষা লাগবে না আর তাই এ জন্যে প্রয়োজন নেই কোচিংয়েরও। ছাত্রছাত্রিরা এ জন্যেই তাদের টাকা ফেরত চাচ্ছে। যারা কোচিংয়ের জন্যে ফি জমা দিয়েছে ঢাকা শহরেই এমন ছাত্রছাত্রিরা সংখ্যা রয়েছে প্রায় বিশ হাজার। এদের প্রত্যেকের কাছ থেকে কোচিং সেন্টারগুলো তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা করে নিয়েছে। প্রত্যেকের কাছ থেকে তিন হাজার টাকা হিসেবে ধরলেও শুধুমাত্র রাজধানীর কোচিং সেন্টারগুলোর কাছেই ছাত্রছাত্রিরা ৬ কোটি টাকা পাবে। অথচ এ বিষয় নিয়ে কোচিং সেন্টারগুলো এখন গড়িমসি শুরু করেছে। সরকার ভর্তির নতুন পদ্ধতি বহালের ব্যাপারে কঠোর হলেও কোচিং সেন্টারগুলো ছাত্রছাত্রিদের বোঝাচ্ছে যে, এ পদ্ধতি কিছু দিনের মধ্যেই তুলে নেয়া হবে। এছাড়া তারা দেখে দেখে কিছু ছাত্রছাত্রীর টাকা ফেরৎ দিয়েও পুরো টাকা আত্মসাতের পায়তারা চালাচ্ছে।

সরকারের নতুন পদ্ধতির বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করছে তাদেরকে কোচিং সেন্টারগুলোর হাতের ক্রীড়নক হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও এদের পক্ষ থেকে আজকের কাগজকে জানানো হয়, শিক্ষাকে পুঁজি করে কোচিং সেন্টারগুলো ব্যবসা করুক এটা যেমন তারা চায় না, তেমনি সরকারের নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে ছাত্র সমাজকে মেধা বিকাশের সুযোগ না দিয়ে নকল প্রবণতার দিকে ঠেলে দেয়া হোক এটাও তারা চায় না। তাই সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে। তাদের মতে, যে দেশে পরীক্ষার আগে হোটেলের কক্ষে খাতা পাওয়া যায় সে দেশে নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি পদ্ধতি বহাল হতে পারে না। কারণ তাহলে কোচিং সেন্টারের ব্যবসা, ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে দুর্নীতি বন্ধ করতে গিয়ে পরোক্ষভাবে ছাত্র সমাজকে নকল প্রবণতার দিকেই ঠেলে দেয়া হবে। তাছাড়া এর মাধ্যমে শিক্ষা বোর্ডগুলোতে দুর্নীতি আরো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবে। ছাত্র সমাজের মেধারও সঠিক বিকাশ হবে না। তারা দাবি জানায়, সরকার আইন করে কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধ করুক। তাছাড়া প্রথমে বোর্ডগুলোতে দুর্নীতি ও নকল প্রবনতা দূর করা হোক এবং তারপর উল্লেখিত নতুন পদ্ধতির মতো পদ্ধতি আরোপ করা হোক। তবেই এর সুফল পাওয়া যাবে। এ জন্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনারও প্রয়োজন রয়েছে। এ রকম হুট করে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে চাপিয়ে দিলে চলবে না। সিদ্ধান্ত বহালের নির্দেশ দিতে হবে সময় দিয়ে। তারা আরো জানান, নতুন পদ্ধতির ফলে সবচে' খারাপ অবস্থায় পড়বে মফস্বলের ছাত্রছাত্রিরা। কারণ মফস্বলের বেশির ভাগ স্কুল, কলেজেই বেশি নম্বর পাওয়া যায় এধরনের বিষয়ের খুব বেশি অভাব। তারা নম্বর ও পায় কম। নতুন এ পদ্ধতি চালু করলে গ্রাম অঞ্চলের ছাত্রছাত্রিরা উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ হতে বঞ্চিত হবে এবং শিক্ষা শহরমুখী একশ্রেণীর বিত্তবান লোকের ছেলেমেয়ের হাতে কুক্ষিগত হবে।

এদিকে নতুন পদ্ধতি বহাল হলে কোচিং সেন্টারগুলো বিপাকে পড়লেও তাদের ব্যবসা একেবারে লাটে ওঠবে এরকম যে ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে তাও ঠিক নয়। কারণ খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, কোচিং সেন্টারগুলোতে মূলত ৪ বিষয়ে কোচিং হয়। এগুলো হলো ভর্তি কোচিং, একাডেমিক কোচিং, কারিগরি কোচিং ও ভাষা শিক্ষা কোচিং। নতুন পদ্ধতির ফলে শুধুমাত্র প্রধান বিষয় ভর্তি কোচিংটাই বন্দ হচ্ছে। তবে এরপরেও তারা অনিয়ন্ত্রিতভাবেই ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবে। এ ব্যাপারে ক'জন শিক্ষাবিদ আজকের কাগজকে জানান, কোচিং সেন্টারগুলোর অবাধ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্যে একটি সরকারি নীতিমালা প্রয়োজন অথবা আইন করে কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ করে দিয়ে স্কুল কলেজে শিক্ষার মান বাড়ানোই উচিত। শুধুমাত্র ভর্তি পদ্ধতি পরিবর্তন করে এদের নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।